ভালোবাসার অজুহাত

নিলুফা ইয়াসমিন জয়িতা

মুদ্রণশিল্প

ভালোবাসার অজুহাত
নিলুফা ইয়াসমিন জয়িতা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
মুদ্রণশিল্প
প্রকাশক : কাজী জোহেব
আন্দরকিল্লা, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০।

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী মিস্ত্রী

পরিবেশক : খড়িমাটি, কালধারা, বাতিঘর-চট্টগ্রাম।

ISBN 978-984-98211-2-0

Valobasar Ojuhat by Nilofa Yeasmin Joyita
Cover : Sabyasachi Mistry
Date of Publication : February 2024.

Published by Kazi Zoheb on behalf of Mudronshilpo Prokashoni
from Andarkilla, Kotwali, Chattogram-4000.
E-mail : mudronshilpo@gmail.com

Online Distributor

www.rokomari.com/mudronshilpo
fibonacci : 01981-789157
boinagar : 01300-295586
dhee : 01537-371856

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ:
লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক অথবা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায় অবলম্বনে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্ত লঙ্ঘিত হলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুদ্রণশিল্প
mudronshilpo

উৎসর্গ

মা-বাবা (ছলেমা বেগম ও মমতাজ মিয়া)
যাঁরা আলো দেখিয়েছেন।
প্রিয় বন্ধু এসএম শওকত হোসেন যে
উৎসাহের নায়ের বৈঠা হাতে দিয়েছে।
আমার সন্তান শাবাব ইলহাম জারিফ যে বোধনের
আকাশ রাঙায় মা ডেকে।

কিছু কথা

কাব্যের ধর্ম হচ্ছে রস সৃষ্টি করা। যদি এ শ্রেণির রচনা গদ্য ছন্দে তৈরি হয়, অথবা কোনো ছন্দই না থাকে এবং তাতে যদি কাব্যরস থাকে- তাহলে তাকে কবিতা বা কাব্য বলে গণ্য করতে বাঁধা থাকে না। 'সাহিত্যে এমন অনেক রচনার পরিচয় পাওয়া যায়, যা পাঠকের চিত্তে কাব্যরসের আনন্দ দেয়। অথচ সেই ভাব ও রসের বাহন প্রচলিত ছন্দ নয়।'

বস্তুতপক্ষে কবিতা সম্পর্কে কেউ নিজের ভাবনায় বেশিদিন স্থির থাকতে পারেন না। কবিতা ক্রমাগত তার রূপ বদলাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে নিজে। কবিতা কী? সে বিষয়েও অভিন্ন কোনো মত নেই। একেক জন একেকভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন কবিতাকে।

শিল্পী যে কাজ করেন রঙ দিয়ে, কবি সে কাজ করেন শব্দ দিয়ে- ঠিক এ কথাই বলেছেন কার্লাইল। তিনি কবিতাকে বলেছেন 'মিউজিক্যাল থটস'। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, 'জীবনের সত্য ও সৌন্দর্যের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনোপলব্ধির সমালোচনাই হলো কবিতা।' অন্যদিকে শেলী বলেছেন, 'কল্পনার অভিব্যক্তিই হলো কবিতা।' জীবনানন্দ দাশের ভাষায়, 'উপমাই কবিত্ব।' দান্তে বলেছেন, 'সুরে বসানো কথাই কবিতা'। এই সংজ্ঞা ছোটো হতে হতে এখন এসে দাঁড়ালো: 'শব্দই কবিতা।'

জয়িতা হোসেন নিলু আমার স্নেহভাজন লেখক। নিয়মিত লিখে চলেছে সে। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে নিজের মনের ভাবকে অনায়াসে প্রকাশ করে এবং উপস্থাপন করে পাঠকের সামনে। তার নিজস্ব ভাবনা বা বোধই তার কবিতার অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বোধটুকু ভালোবাসার। ভালোবাসাই জয়িতার সম্পদ। আশা করছি এই সম্পদ নিয়ে সে কাব্যাঙ্গনে দাঁড়াতে পারবে অসীম শক্তিমত্তায়।

রাশেদ রউফ
সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক আজাদী
বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক

সূচি

ভালোবাসার অজুহাত ০৯
সাতই মার্চ ১৯৭১ ১০
পলকে পলকে ১১
অনুভব মম ১২
অস্তিত্বের নিলয়ে নিলয়ে ১৩
আমি নারী ১৪
অলকানন্দার চন্দ্রালোক ১৫
চুপকথা ১৬
একুশ আমার নিজস্ব জন্মদিন ১৭
সময়ের নীরবতা ১৮
অপেক্ষা ২০
ভালোবাসা ২১
বেদনাহত হৃদয় ২২
বৃষ্টি ২৩
অভিমান ২৪
চৌদ্দই ডিসেম্বর ২৫
অনু কাব্য ২৬-৪৭
ভুলতে পারবে না ৪৮
আমরা বদলে যাই ৪৯
কবিতা কী ৫০
শ্রাবণে বন্ধু আমার ৫১
তুমি ছিলে ৫৬
স্মৃতির অনুরণনে ৫৭
শব্দে শব্দে তুমি-আমি ৫৮
কেন চলে গেলে ৬০
প্রত্যাশা ৬১
গল্পপঞ্চক ৬২

ভালোবাসার অজুহাত

প্রেমিক হতে চাও?
কোনো এক নদীর পাড়ে সন্ধ্যার মেঘমালায়
কৃষ্ণাভ বাঁশিতে সুর তুলতে পারবে?
পারবে ঝুম বৃষ্টিতে হাত ধরে ছুটতে ছুটতে
অরণ্যের ঝরনার কাছে নিয়ে যেতে?
সেথায় পাহাড়চুড়োয় পা দুলিয়ে দুলিয়ে
সাতকাহন শোনাবে জীবনের,
কিংবা উদাত্ত গলায় সুরের প্রতিধ্বনি?
উমম; কিংবা ধরো অসহ্যরকম জোছনা-স্নানে
ভিজবো আর ভিজবো সাথে গাইবে–
'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।'
পারবে কি মাঝ-দরিয়ায় সূর্যডোবা দেখতে নিয়ে যেতে?
আমাকেই ভেবে দিস্তার পর দিস্তা কবিতার খাতা লিখতে?

পারবে না?
তবে আর কী প্রেমিক হবে? প্রেমিক হবে সেই-ই
যে ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ভালোবাসবে।
ভালোবাসায় ঝাঁপ দিবে
সমাজ নামের অগ্নিকুণ্ডকে
বুড়ো আঙুল দেখিয়ে
অদম্য ইচ্ছের কাছে।
আমি চাই সেই প্রেমিক।
প্রেমিক হবে প্রেমিক?
আমার তোমার ইচ্ছে পূরণের প্রেমিক?
লাইলি মজনু নয়; নয় শিরি ফরহাদ
আমরা দুজন হবো শুধু দুজনার
নিঃশব্দে ভালোবাসার অজুহাত!

সাতই মার্চ ১৯৭১

আমি রাজনীতি বুঝি না,
বুঝি একটিমাত্র তর্জনী।
আমি উন্মাদনা বুঝি না,
বুঝি কেবল একটা রেসকোর্স ময়দান।
আমি ইতিহাস বুঝি না,
বুঝি সাতই মার্চ ১৯৭১–
রক্তে রক্তে জাগে স্পন্দন।
আমি সময়ের প্রবাহ বুঝি না,
বুঝি অনুপম সময় ১৮ মিনিট।
এখনও বুকের ভেতর তুফান তুলে
প্রতিটি শব্দে শব্দে–
'আমাদের দাবাইয়া রাখতে পারবা না।'
একটি কণ্ঠস্বর যে দিয়েছে স্বাধীনতার ডাক
অবদমনীয় গণজোয়ারে।
স্বাধীনতা সে তো একটি দেশ, একটি রাষ্ট্র
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পিতা শেখ মুজিব।

পলকে পলকে

শহর আজ ভিজছে আকাশের ভালোবাসায়,
আমি ভাসান দিই
পেলব পলকে পলকে,
অস্পৃশ্য ছুঁইমুই খেলায়
পান করি তোমার স্বপ্নচোখ।
হারায় হৃদয় চুমুকে চুমুকে!
আমার চোখে বিষণ্নতার আকাশ আজ–
প্রশ্নের পর প্রশ্নের সেতু।
কেন তবে তোমার চোখে
চোখ রেখেছি?
তোমার চোখে আমাকেই
কেন দেখেছি?
তোমার স্বপ্নের খেয়া চড়ে
হই বাউলা পাখি
তোমার সুরে তান ধরে নিঃসঙ্গ
একতারা।
সব শূন্যতা হৃদয়কে আঁধার করে
স্পন্দনের রক্তক্ষরণে ডুবতে ডুবতে
সময়ের ঝরাপাতারা উড়তে উড়তে
ফিসফিস করে বলে,
ভালোবাসি বড্ডো ভালোবাসি রীতিনীতির বেড়াকে
তুড়ি মেরে উড়িয়ে
জীবনপথের বাঁকে বাঁকে!

অনুভব মম

*

আবার যখন বৃষ্টি হবে
হাতের মুঠোয় মুক্তো হবে–
ভালোলাগা চায়ের কাপে
দুঃখগুলো স্মৃতির মাপে
ঝরঝরিয়ে কান্না হবে।
আবার যখন বৃষ্টি হবে–
ভালোবাসার ঘর হবে
রাস্তার ধারের ছেলেটির।
আবার যখন বৃষ্টি হবে
অস্থির দেশটি
ভালোবাসার নহর হবে।

*

কথা ছিল আবার দেখা হবে
প্রথম বৃষ্টির ছোঁয়ায়,
নাগরিক কোলাহলে শহুরে দাঁড়কাক ভিজবে আজ।
ভিজবে মন অপূর্ণতায়,
শহরের প্রান্তিকতায় বাস তোমার আমার
কল্পনায় ভিজছে স্বপ্নবাজ।
ঝুম বৃষ্টি আজ আমার শহরে
দেখা হবে কি হবে না এই প্রহরে?

*

দিগন্তের মতোন তারা
যতই দৃশ্যমান ততই দূরত্বে যারা!
অদৃশ্য হৃদ্যতায় খুউব কাছাকাছি–
সে কি তবে মায়া!
কোন সে জাদুকরী স্পর্শে আছি?

অস্তিত্বের নিলয়ে নিলয়ে

প্রাত্যহিক গভীরে রং বিকিরণ, প্রতিফলিত স্বপ্নে নরম আদুরে
মেয়েটার বুকে ঘুম ভাঙলো আহ্লাদী পাখির,
রোদ্দুর উড়তে উড়তে মোলায়েম ছুঁয়ে মুক্ত বিহঙ্গে আরোহী
কথারা মনে ঠাঁই খোঁজে।
তখন তোমার বিষণ্ন পুঁথি পড়ি
নদীর ধারে, নৌকার গলুইয়ে কিংবা নিকষ কালো হৃদয়ের
আলোকবাতিতে।
কী আশ্চর্যরকম না-পাওয়ার আনন্দে লিখেছো শব্দাবলির
মেঘকে ছুঁয়ে।
কখনও কখনও তুমি ছুঁয়ে যাও মৃত্যুকে–
অভিমানে, ঘৃণায়-প্রতিশোধে।
সেই তুমি কী অবলীলাক্রমে মৃত্যুকে
কাঁটাতারে আটকে দাও নিশিকাব্যে।
নেমে আসে সমস্ত অপার্থিব প্রাপ্তি,
ঝাউবনের আড়ালে আর্তনাদ করে ওঠা সময় আচ্ছন্ন করে
এখানে মোহ জন্মায় প্রতি সকাল থেকে পৃথিবীর আলো।
উন্মুক্ত করে হৃদয়
ম্লানে আমি শুদ্ধ শিশু হই। আমার আহ্লাদ ছড়িয়ে বুক থেকে
ছিনিয়ে নেবো না ভালোবাসা।
অবুঝ অভিমানে ফিরে যাবো, পূর্ণতা দিয়ে।
অপেক্ষায় চোখ সীমানায় রাখি
অভিমানের দিগন্তকে ছুঁয়ে,
ফিরে এসো ভালোবাসার অতলান্তে–
আমাকে নয় মানুষকে ভালোবেসে
জীবনের নিলয়ে নিলয়ে!

আমি নারী

আমি নারী
আমিই জননী
আমি জানি আমি কী করতে পারি।
আমি নারী
আমি জড়িয়ে রাখি কেবলই মায়ার শাড়ি!
আমি নারী
ঘরে বাইরে সমান দক্ষতায় দৌড়ি।
আমি নারী
সহ্যক্ষমতা দেখে দ্বিধা হয় ধরণী।
আমি নারী
তোমরা বলো ছলনাকারী।
ভুলছো কেন সততায় আমিও দিই পাড়ি।
আমি নারী
মা-মাটি-সন্তানকে বাঁচাতে হই প্রলয়ংকরী।
আমি নারী
তোমাতে আমার বসত; আমাতে তুমি
সে কি ভুলতে পারি?

অলকানন্দার চন্দ্রালোক

আমার আলোফোঁটা ভোর মানে
এক চিলতে আকাশ– অর্ধেক জানালা।
তোমার ভোর মানে খোলা আকাশ ছুঁয়ে বাতাস,
আমার দেখা কামিনীর গন্ধে মাতাল ভালোবাসার খেলা।
আমার কাছে বৃষ্টি মানে চিলেকোঠায় কৈশোর প্রেম,
একটুসখানি চোখাচোখি
পেলব স্পর্শে মাখামাখি।
তোমার বৃষ্টি মানে খোলা মাঠ,
হৃদয় ভেজা অভিমানে পথচলা।
আমার জোছনাস্নানে আকাশচুম্বী অট্টালিকার ছাদে
তোমার জোছনা বিলাস–
আকাশ নীল সমুদ্রতটে।
আমার অভিমান তোমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকা,
তোমার অভিমান একলা দূরত্বে
নিজেকে কষ্টে রাখা।
তবুও ভালোবাসার চিঠি আসে নীল খামে
কাছে আসি কাছে থাকি বন্ধুত্বের নামে।
ভালোবাসায় ভালো থাকা অক্ষয় হয় বাস্তবতার নিরিখে-
সোনালী ভোর ডাক দেয় আঁধার অলকানন্দার চন্দ্রালোকে!

চুপকথা

তোমাতেই ডুব ডুব চুপ মনকথা,
বিনিময় দৃষ্টিতে না বলা চুপকথা।
চুপ চুপ দেখি
তোমাকেই দেখি,
তোমার ভেতরের আমিত্বকে দেখি
অসমাপ্ত সুরের অনুরণনে দেখি
বিক্ষোভে দেখি
দেখি ভালোবাসায়।
শূন্যতায় অসীম তটে প্রাপ্তিকে
যে ভাসায়-কাঁদায়-হাসায় দীপ্ত অঙ্গীকারে
নীলিয়ে দেয় শুভ্র সুন্দর ইচ্ছেটাকে,
প্রত্যাশায় নিরন্তর–
অসুন্দরের ধারক।
তাই অতীত সৃষ্টিশীলতার
বর্তমান ব্যস্ততার
চুপিসারে তোমার আমার অভিমানের আড়ি আড়ি আড়ি!